সংবাদ

4 APR 2003

সম্পাদকীয়

মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের অসদুপায় নিয়ে গোপনীয়তা কেন

এবার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার আগে জোট সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে নানা ধরনের হুঙ্কার দিয়েছিলেন। এবার নাকি পরীক্ষায় নকল একেবারেই বরদাস্ত করা হবে না এবং পরীক্ষা হবে 'নকলমুক্ত পরিবেশে'।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় আগের মতোই নকল চলছে এবং সকল ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রী ও পরিদর্শক বহিষ্কারের খবরও প্রকাশিত হচ্ছে। তবে ইরাক যুদ্ধের খবরের নিচে এসব খবর খানিকটা চাপা পড়ে যাচ্ছে।

যে বিষয়টি এবার ব্যতিক্রমধর্মী তা হলো দাখিল পরীক্ষায় মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রী এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের অসদুপায় নিয়ে গোপনীয়তা। এবারের মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষাতেও নাকি 'নকলপ্রবণতা' কমেনি। বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসার পরীক্ষায় অবাধে নকল হলেও কর্তৃপক্ষ সুকৌশলে এ খবর গোপন রাখছেন বলে আমাদের এক সহযোগী দৈনিক জানাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, শেরপুরে ৩১শে মার্চ দাখিল পরীক্ষা চলাকালে ৬ জন মাদ্রাসা শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়। খবরটি কর্তৃপক্ষ গোপন রাখেন। মাদ্রাসা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নকলে সহায়তা করার। সেদিন শেরপুর কৃষি প্রশিক্ষায়তন কেন্দ্রে দাখিল পরীক্ষার সময় ২ ব্যাগ নকলও উদ্ধার করা হয়। গত বুধবারও শেরপুরে নকলের অভিযোগে ১৪ জন মাদ্রাসা ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে। মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার অন্যান্য কেন্দ্র থেকেও শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের অসদুপায় অবলম্বনের জন্য বহিষ্কারের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

সাধারণত ধারণা করা হয় যে, ছাত্রছাত্রীদের মাদ্রাসায় পাঠালে সেখানে তারা ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক শিক্ষাও পাবে। ফলে অসদুপায় অবলম্বন করাটা তাদের সাজবে না; কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা যাদের দেয়ার কথা সেসব মাদ্রাসা শিক্ষকই অসদুপায়ের জন্য ধরা পড়ছেন। পরীক্ষায় নকল ও বিভিন্ন ধরনের অসদুপায় অবলম্বনের ব্যাপারে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা কম দক্ষ নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর সঙ্গে মাদ্রাসা পরীক্ষায় 'কর্তৃপক্ষ'ও দাখিল পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের নকল এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের অসদুপায়ে সহায়তা করার খবর গোপন রেখে আরেক ধরনের 'অসদুপায়' অবলম্বন করে বসলেন। এ সবকিছুই আমাদের দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার নৈতিক দেউলিয়াপনার প্রমাণ। সকল ধরনের পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বন আমাদের দেশে একটি কালব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ধ্বজাধারীরাও এ ব্যাধিতে প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। একে গোপন করে রোগ সারানো যাবে না, তাতে রোগ আরও বাড়বে।